যুগান্তর

তারিখ 09 DEC 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খুলনায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা

সহস্রাধিক মেধাবী শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারবে না

নূর ইসলাম রকি, *খুলনা ব্যুরো*

১৯ ও ২০ ডিসেম্বর খুলনার ৭টি সরকারি স্কুলে তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নগরীর বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলের প্রায় ৩ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী পাঁচটি সরকারি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে না। এ ৫টি স্কুলে শুধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে। সম্প্রতি খুলনা জেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটি এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য উল্লেখ করেছেন। অথচ বঞ্চিত সহস্রাধিক শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং সার্টিফিকেট পাচ্ছে। এ ঘটনায় স্থানীয় অভিভাবক মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তবে নগরীর ফুলবাড়ীগেট কেডিএ খানজাহান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কোনো বাধানিষেধ নেই। এ দুটি স্কুলে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। এদিকে এ দুটি স্কুলেও তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে অভিভাবক মহল।

জানা যায়, নগরীতে অবস্থিত খুলনা জিলা স্কুল, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, সরকারি ইকবালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কেডিএ খানজাহান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নির্দিষ্টসংখ্যক শূন্য আসনে ৩য় ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন পদ্ধতি শেষ হবে ১৪ ডিসেম্বর রাত ১২টায়। খুলনা জিলা স্কুলের দুটি শাখায় তৃতীয় শ্রেণীতে ২৪০টি এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ২৪টি, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দুটি শাখায় তৃতীয় শ্রেণীতে ২৪০টি এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ২৪টি, খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ১২০টি এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১২টি, গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ১২০টি এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১২টি, সরকারি ইকবালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে দুটি শাখায় তৃতীয় শ্রেণীতে ১২৬টি এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ২৪টি, কেডিএ খানজাহান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১২০টি এবং সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১২০টি শূন্য আসনের বিপরীতে শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবে।

নগরীতে প্রায় ১২০টির মতো বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। এসব স্কুল থেকে পিইসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী। এসব বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবক মহলের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান তেমন ভালো না হওয়ায় সন্তানদের উচ্চ ব্যয়ে ভালো বেসরকারি স্কুলে পড়ানো হয়। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার সময় বৈষম্যের কারণে শুধু তৃতীয় শ্রেণীতে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারছে। খুলনার ৭টি সরকারি স্কুলের মধ্যে মাত্র দুটি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারছে। এটা 'সম্পূর্ণ খামখেয়ালিপনা। কেননা বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরাও পিইসিতে ভালো ফলাফল করছে। তাই সরকারের উচিত তৃতীয় শ্রেণীর মতো ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সবার জন্য উন্মুক্ত করা।

খুলনা জেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির সদস্য সচিব ও খুলনা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আরিফুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, সরকারি নিয়মনীতি মেনেই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। যেসব সরকারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাদের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ শ্রেণীতে শুধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী নেয়ার বিধান রয়েছে। কোনো বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। নগরীর ফুলবাড়ীগেট কেডিএ খানজাহান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম নেই, তাই ষষ্ঠ শ্রেণীতে সব শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকারি নীতিমালার বাইরে কোনো ধরনের কার্যক্রম হবে না।